'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'–র স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪ সালে নদিয়ায় কল্যাণীর কাছে মুরাতিপুর গ্রামে। তাঁর বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। লেখাপড়া শুরু তাঁর কাছেই। পাঠশালায় পড়ার পর বনগাঁ উচ্চবিদ্যালয়ে ভরতি হন। প্রথম বিভাগে এনট্রান্স ও আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিস্টিংশন নিয়ে স্নাতক হন। 'উপেক্ষিতা' গল্প দিয়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্যজীবন শুরু। তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলন রয়েছে 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'–য়। দুটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের হাতে। 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য।

বৃহস্পতিবার, ২৫ ভাদ্র ১৪২৬ ■ ৪০ বর্ষ ■ ১১৬ সংখ্যা

অর্থমন্ত্রী শুনুন

পড়াশোনা করে যে, গাড়িঘোড়া চাপে সে। এই আপ্তবাক্যটি স্মরণ করে সব বাবা–মা–ই চান, তাঁদের ছেলেমেয়ে যেন লেখাপড়া শিখে ভালোভাবে মানুষ হয়। ভালো চাকরি পায়। গাড়ি–বাড়ি করে। এই চাওয়ার মধ্যে বিন্দুমাত্র বাড়াবাড়ি নেই। এই স্বপ্নকে বাস্তবের রূপ দেওয়ার প্রবল তাগিদে সাধারণ মানুষ সকাল থেকে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে রাত পর্যন্ত জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যান। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ অবশ্য মনে হচ্ছে, মানুষের এই জীবনযুদ্ধের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী নন। তিনি দেশের অর্থমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার 'বিগ–ফোর' টিমে একমাত্র মহিলা সদস্য। ভারতের মতো বিশাল দেশের অর্থনীতির বিরাট দায়িত্ব তাঁর চওড়া কাঁধে তুলে দেওয়ার আগে দু–বারও ভাবেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অথচ গাড়ি শিল্পে মন্দার কারণ হিসেবে অর্থমন্ত্রী যখন ওলা, উবেরের ঘাড়ে দোষ চাপান, তখন বিস্ময় জাগে বইকি।

নির্মলার দাবি, ভারতীয়দের মনোভাব আগের তুলনায় এখন বদলে গিয়েছে। নতুন প্রজন্ম ইএমআইয়ের দায়বদ্ধতার মধ্যে না ঢুকে ওলা, উবের ব্যবহার করতেই বেশি পছন্দ করছে। ওলা, উবেরকে অর্থমন্ত্রী কেন কাঠগড়ায় তুললেন সেটা বিস্ময়কর। বড়ো শহরগুলিতে ওলা, উবের, মেট্রো, বাসে যাতায়াত বাড়ছে ঠিকই। কিন্তু তার জন্য মনোভাব নয়, অর্থাভাব দায়ী। এখন বাইক, স্কুটার, ছোটোগাড়ি কিনে বাড়তি খরচের পথে হাঁটতে চাইছেন না বহু চাকুরিজীবী উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ। তাঁদের সাধ অনেক। কিন্তু সাধ্য ক্রমশ কমছে। তাছাড়া ওই অ্যাপনির্ভর পরিসেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্যও প্রচুর ছোটোগাড়ি প্রয়োজন। কিন্তু গাড়ি বিক্রিতে যেখানে ভাটার টান, সেখানে অ্যাপনির্ভর ক্যাব সংস্থাগুলিতেও নিত্যনতুন গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। আর অর্থমন্ত্রী যে ওলা, উবেরের কথা বলছেন, সেসব তো মহানগর ও বড়ো শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ। তার বাইরে যে বিশাল ভারত রয়েছে, সেখানেও এতদিন দু–চাকা, চার চাকার গাড়ি বিক্রি হত ভালোই। সেই গ্রাম, মফস্‌সল, ছোটো শহরগুলির ক্রেতারা এখন গাড়ি, বাইক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কেন, তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি নির্মলা।

অর্থমন্ত্রী ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন দেশের অর্থনীতিতে কঠিন রোগ বাসা বেঁধেছে। কিন্তু তার দাওয়াই কী হবে সেটা ঠিক করে উঠতে পারছেন না তিনি। অহেতুক নোটবন্দি ও অবিবেচকের মতো জিএসটি লাগু করে সুস্থ অর্থনীতিতে অস্থিরতা তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকার যে ধাক্কা দিয়েছে, তার থেকে মুক্তির দিশা দেখাতে গিয়ে কার্যত হিমসিম খেতে হচ্ছে সীতারমণকে। মানুষের হাতে নগদের জোগান কীভাবে বাড়ানো যায়, তার জন্য নানারকমের চিন্তাভাবনা করতে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রকে। কিন্তু চালাকি করে যেমন মহৎ কাজ করা যায় না, তেমনি হাতুড়ে ডাক্তারের মতো নিত্যনতুন অযৌক্তিক পরিকল্পনা করে অর্থনীতির রোগ সারানোও কঠিন কাজ। শুধু চাকরির বাজারে নয়, মন্দা দেখা দিয়েছে ব্যবসা–বাণিজ্যেও। পুজোর মুখে জামাকাপড়ের দোকানগুলিতে কয়েকবছর আগেও ভিড়ের চাপ ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু নোটবন্দি, জিএসটির চক্করে সেই ভিড় প্রায় উধাও। এই সমস্যা মোকাবিলায় অর্থমন্ত্রক এখনও কোনো দিশা দেখাতে পারেনি।

ছোটোগাড়ির পাশাপাশি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বাস, ট্রাকের মতো বড়ো বাণিজ্যিক গাড়িগুলিরও। ওই ধরনের গাড়িগুলি ওলা, উবের চালায় না। ট্রাক, বাস বিক্রি কমে যাওয়ায় অশোক লেল্যান্ডের মতো সংস্থা উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়েছে। একই পথে হেঁটেছে মারুতি, টাটা মোটরসও। অর্থমন্ত্রী এরও কোনো ব্যাখ্যা দেননি। প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বে যে আর্থিক মন্দার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার আঁচ লেগেছে ভারতে। কাজের সুযোগ কমছে। বেকারত্ব বাড়ছে। অতিরিক্ত খরচ করার মতো টাকা কমেছে ভারতের অধিকাংশ মানুষের। নতুন গাড়ি, বাইক, স্কুটার কিনতে গেলে অতিরিক্ত খরচ করতে হবে। ন্যূনতম চাহিদাগুলির বাইরে গিয়ে ওই বাড়তি খরচে রাশ টানছেন সাধারণ মানুষ। ভালো চাকরি ও মোটা টাকা উপার্জন করে স্বপ্নের বাড়ি, গাড়ি কেনার পথে হাঁটার আগে মানুষকে ভাবতে হচ্ছে বেশি। কে জানে আগামীকাল চাকরি থাকবে কিনা!

আর্থিক বৃদ্ধি ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। লগ্নিকারীরাও নতুন বিনিয়োগ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। মোদি সরকারের প্রথম ১০০ দিনে ভারতের শেয়ারবাজার থেকে মুছে গিয়েছে সাড়ে বারো লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ। গাড়ি, আবাসন, সিমেন্ট, ইস্পাত, ভোগ্যপণ্য প্রভৃতি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ারদর লাগাতার পড়ছে। বিদেশি লগ্নিতে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ এক দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চলেছে ভারতের অর্থনীতি। জাতীয়তাবাদী হুজুগ আর অনুপ্রবেশকারী তাড়ানোর জুজু দেখিয়ে অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলি থেকে নজর ঘুরিয়ে থাকাটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। দেশবাসীর পেটে কিল মেরে চাঁদ ছোঁয়া নিয়ে মাতামাতি আর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই।

অমৃতধারা

নামকে সংকীর্তন বলে। অষ্টপ্রহরকে অষ্টকাল অষ্টযাম, অষ্টপাশ বলিয়া জানিবেন। নামে অষ্টপাশাদি সকল মুক্ত হয়। মানুষ সকলি মানুষ, মানুষের কোনো দোষ নাই। মানুষ শব্দই জ্ঞানী বুঝায়। ভাগ্যানুসারেই প্রকৃতির গুণের বিকাশ হয়, তাহাতেই ভালোমন্দ সৎ–অসৎ উপলব্ধি হয়। অতএব অষ্টপ্রহর নাম করিতে কাপড়াদি উপকরণ কিছুই লাগে না। কেবল নামের অধীনস্থ জ্ঞান জন্মিলেই নামের সেবক হয়। নামই সত্য, নামের দাস সেই সত্যিই লাভ করিয়া থাকে। নামেই উদ্ধার করে। মনেরও কোনো দরকার হয় না। মন প্রকৃতির গুণের দ্বারায় প্রকাশ হয়, মনেই শান্তি–অশান্তি বোধ হয়, ঘুমাইলে কিছুই থাকে না।

সদানন্দময় শ্বাস–প্রশ্বাসের দ্বারা অবিচ্ছেদ্য নাম হইতেছে। তাহার সহচরী হইয়া নামামৃত পান করুন। কর্তৃত্ব করিয়া যে যাহা করিয়া থাকে তাহাকে দক্ষযজ্ঞ বলিয়া জানিবেন। প্রাণই ঈশ্বর (সত্য), তিনিই শক্তি জানিবেন। ইহার ক্ষয় হয় না (অক্ষয়) জানিবেন। প্রকৃতির গুণের তরঙ্গযোগে লোকে ইহাকে না জানিয়া স্বয়ং অনিত্য অভাবের কর্তা হইয়া লাভ লোকসানের দ্বারা সুখ–দুঃখাদি নানা অবস্থায় উপভোগ করিয়া থাকে। জন্ম মৃত্যু এড়াইতে পারে না।

–শ্রীশ্রী রামঠাকুর

শব্দরঙ্গ ■ ২৪০৪

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। দশমহাবিদ্যার একজন দেবী ৩। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ১৮ হাতের এই দেবী আবির্ভূত হন ৪। ক্রিয়ার সঙ্গে থাকে আবার ময়ূরের সঙ্গে থাকে ৫। যে অল্পেই মারমুখী হয়ে ওঠে ৭। কোমরে বাঁধার কাপড় ১০। যে ছোটো পতঙ্গকে মারতে কামান দাগার প্রবাদ আছে ১২। হাতের আঙুলে পরার লোহার বা স্টিলের বর্ম ১৪। চূড়ান্ত, সর্বোচ্চ বা অমোঘ ১৫। যিনি দুর্গার বাহন সিংহকে দিয়েছিলেন ১৬। মেয়েদের কেশবিন্যাস বা খোঁপা।

উপর–নীচ : ১। ভদ্রকালীর আটজন যোগিনীর একজন ২। শুকনো জ্বালানি কাঠ ৩। যার সঙ্গে তুলনা করা হয় ৬। বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় ৮। আবিষ্ট বা মুগ্ধ ৯। বাজে খরচ বা ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করা ১১। দুর্গার এক রূপ, উত্তরপ্রদেশের সাহরানপুরে এই দেবীর মন্দির আছে ১৩। কি দিয়ে ঠাসা রামগরুড়ের বাসা।

সমাধান ■ ২৪০৩

পাশাপাশি : ২। ভদ্রকালী ৫। মজুরি ৬। গরহাজির ৮। মল ৯। আম ১১। অপরাজিতা ১৩। বিলয় ১৪। কানখাড়া।

উপর–নীচ : ১। হৈমবতী ২। ভরি ৩। কাশ্মীর ৪। সত্তর ৬। গল ৭। হারেম ৮। ময়রা ৯। আতা ১০। নারায়ণী ১১। অম্বিকা ১২। জিরান ১৩। বিড়া।

জাতীয়তাবাদের আঁচে উগ্র জাত্যভিমান তৈরির প্রয়াস

জাতি ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিকরা নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন। আজকের দিনে ওই সমস্ত মতবাদকে পুরোপুরি পরিপ্রেক্ষিতবিহীনভাবে ব্যবহার করার একটি সক্রিয় প্রবণতা পৃথিবীর নানা দেশে দেখা যাচ্ছে। লিখেছেন সুকল্যাণ ভট্টাচার্য।

জাতি, জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, দেশপ্রেম ইত্যাদি শব্দগুলি রাজনৈতিক পরিভাষায় বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার হচ্ছে। এতে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক কাঠামো যেভাবে নড়বড়ে হয়ে উঠছে, তার প্রকৃত স্বরূপ বোঝার সময় এসেছে। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে যেরকম জন্ম আছে, শৈশব আছে, কৈশোর আছে, যৌবন আছে, বার্ধক্য আছে, জরা আছে, মৃত্যু আছে, ঠিক একইরকমভাবে 'আদর্শের'ও জন্ম আছে, ক্রমিক পরিণতি আছে, মৃত্যু আছে। 'চিরায়ত', 'সনাতন' আদর্শ বলে কিছু হয় না। এক একসময়ে, সেই সময়কার পরিস্থিতি, পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশের স্তরে সার্বিকভাবে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক একটা আদর্শবাদ আসে। জাতি, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ধারণা কীভাবে, কী পরিস্থিতিতে এল, তা না বুঝলে ,সমস্যাটি বোঝা যাবে না।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীজুড়ে যেভাবে জাতি ও জাতীয়তার ভাবনা তৈরি হচ্ছে, তা সত্যিই অত্যন্ত উদ্বেগের। জাতি ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিকরা নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন। আজকের দিনে ওইসমস্ত মতবাদকে পুরোপুরি পরিপ্রেক্ষিতবিহীনভাবে ব্যবহার করার একটি সক্রিয় প্রবণতা পৃথিবীর নানা দেশে দেখা যাচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্নেস বলেছিলেন, 'নবজাগরণের মাধ্যমে সৃষ্ট সার্বভৌমত্বের ধারণা এবং বৈপ্লবিক অধিকারের সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ঘটেছে।' ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মান দার্শনিক ফিকটে আবার মানুষের আত্মার সঙ্গে জাতির তুলনা করেছে। জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করে ম্যাৎসিনী ইতালিকে সার্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করেছিলেন। জার্মানি এবং ইতালির ঐক্য, গ্রিসের স্বাধীনতা জাতীয়তাবাদেরই জয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ইতিহাসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য সাধনের লক্ষ্যে 'জাতীয়তাবাদ' কাজ করেছিল। জাতীয়তাবাদ এককথায় সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বিভিন্ন জাতির ঐক্যের কথা বলে, যা সাংস্কৃতিক পরম্পরা, কৃষ্টি, ভাষা ও ঐতিহ্য দ্বারা নিরূপিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট জাতি তথা দেশের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জর্জ অরওয়েল আবার জাতীয়তাবাদকে শান্তির শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, জাতীয়তাবাদ কোনো দেশকে অন্য দেশের তুলনায় সবদিক দিয়ে ভালো বা বড়ো হিসেবে ভাবতে শেখায়। পৃথিবীর ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের উদগ্র রূপ কী হতে পারে তা মুসোলিনী, হিটলারের সভ্যতা বিরোধী কার্যক্রমের মধ্যে দেখা গিয়েছে। জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করেই পৃথিবীতে দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গিয়েছে, যাতে বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর নিরপরাধ মানুষকে নির্বিচারে মরতে হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশ থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'দেশপ্রেম'কে 'জাতীয়তাবাদের' সঙ্গে মিলিয়ে ভাবা হচ্ছে। অথচ দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ দুটো বিষয়গতভাবে আলাদা। প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যেকোনো নাগরিকের দেশের প্রতি নিখাদ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হল দেশপ্রেম। যিনি দেশপ্রেমিক, তিনি জাতীয়তাবাদী নাও হতে পারেন। আর চরম জাতীয়তাবাদী না হলে দেশকে ভালোবাসা যায় না– এরকম একটা তত্ত্ব আমদানি করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। সেটাই অশান্তি সৃষ্টি করছে। দেশপ্রেমের বোধ বরং দেশের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে গঠনমূলকভাবে গ্রহণ করতে মানুষকে সহিষ্ণু করে তোলে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদ সংশ্লিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে 'জাতি' বলতে আজকে যা বোঝানো হয়। সেটা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কোনো বিষয়গত ধারণা হিসেবেই ছিল না। এই জাতি ও জাতীয়তাবাদী ধারণা বহুদিন পরে ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্যায়ে এসেছে। জাতিকে সংজ্ঞায়িত করাও কঠিন। বিভিন্ন মতবাদ অনুসরণে লেখা যায়–A Nation is a historically constituted stable community of people fromed on the basis of a common language, territory, economic life and psychological make-up manifested in a common culture. জাতি সংক্রান্ত এই ধারণা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে খাটে না। ইউরোপের প্রেক্ষিতে বিষয়টি প্রযোজ্য। জাতি গঠন ও জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পিছনে এই জাতীয় সূত্রায়ণ ইউরোপের সঙ্গে খাপ খেলেও আমাদের দেশের ক্ষেত্রে মিলবে না। অনেক গবেষক, সমাজতত্ত্ববিদ সম্প্রতি বলার চেষ্টা করছেন যে, ভারতবর্ষে জাতি বেদের সময়কাল থেকেই ছিল। এই সমস্ত অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক তত্ত্ব হাজির করে সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতটাকে গুলিয়ে দিয়ে বহুত্ববাদী ধারণাকে গিলে ফেলতে চাইছে। বিপদটা এখানেই। জাতি গঠনের যুক্তিসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যাকে দূরে সরিয়ে রেখে একমুখিনতার প্রচারের মধ্যে দিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ তৈরির যে চেষ্টা চলছে, তাতে প্রকৃত সমস্যাগুলিকে আড়াল করে এক অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশে কোনো Common Language–এর অস্তিত্ব আছে কি? কথ্যভাষা রূপের কথা বাদ দিলেও আঞ্চলিক মান্য সরকারি ভাষার সংখ্যা প্রচুর। এত ভাষা নিয়েও জাতি গঠন হয়েছে। ভারতবর্ষে Common Culture বলে কি কিছু আছে? উত্তর ভারতের বেশিরভাগ জায়গায় 'রাম' যেমন পূজিত হচ্ছেন, দক্ষিণ ভারতের কোথাও আবার 'রাবণও' দেবতা হিসেবে পূজিত। কালচারের মধ্যে এত বিভিন্নতা অন্য কোনো দেশে আছে? ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী মানুষের 'মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারা'ও সম্পূর্ণ আলাদা। সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া, মূল্যবোধের অবস্থানও এখানে অঞ্চলভেদে বিভিন্ন। এত বিভিন্নতার মাঝেও, এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও 'জাতি' ধারণা এসেছে, জাতীয়তাবাদও গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর দেশে দেশে জাতি গঠনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভারতীয় জাতি গড়ে ওঠার বৈশিষ্ট্যটাই আলাদা। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতীয় জাতি বলে প্রকৃত কোনো সত্তাই গড়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে কাজ করল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দীর্ঘ সময়ব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তিল তিল করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক ঐক্যই ভারতীয় জাতি গঠনের বিষয়টিকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। এই ভিত্তিটাকে উড়িয়ে দিয়ে যদি হিন্দি–হিন্দু–হিন্দুস্তান জাতীয় একমুখী জাতি গঠনের কাঠামোকে মান্যতা দেওয়া হয়, তাহলে ভারতীয় সামাজিক গঠনটাকেই অস্বীকার করা হবে। এই অস্বীকার থেকেই উগ্র হিংসাশ্রয়ী জাত্যভিমানের ভিত্তিভূমি রচিত হবে যার পরিণতি খারাপ হতে বাধ্য।

সভ্যতা ও সমাজ বিকাশের ধারা একটা বিশেষ সময়ে প্রয়োজনের তাগিদেই জাতি ও রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে। এই নেশন তথা জাতি এবং স্টেট তথা রাষ্ট্রের মূলগত ধারণাটা এসেছে ইউরোপের নবজাগরণের যুগ থেকে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই, সংগ্রামের সময় একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীরা তাদের অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রাজার শাসনকে। এই রাজার শাসনকে উচ্ছেদ করার লড়াইয়ের মধ্য থেকেই জাতি ও রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে উঠেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবীভাবে পালটানোর তাগিদ গড়ে উঠেছিল সমাজের ভিতর থেকেই। 'ফরাসি বিপ্লবের' মধ্য দিয়েই এটা পূর্ণতা পায়। ব্যক্তি তার ইচ্ছেমতো শিল্প করবে, মালিক হবে, উদ্যোগপতি হবে–রাজা থাকলে মানুষের এই ব্যক্তিগত চাওয়ার নিবৃত্তি হবে না, তাই তো পরিবর্তন। মানুষের স্বাধীনভাবে নিজস্ব চিন্তা করার ক্ষমতা, সেটাও তো কষ্টকল্পনা ছিল! চার্চ আর পুরোহিতরা যা বলবেন, তাই করাই ছিল ভবিতব্য। চিন্তার ক্ষেত্রে এই দাসত্ব সমাজ মানতে চাইছিল না। যুক্তিবাদী মানবতাবাদী মানুষ হাল ধরলেন। রুশো, ভলতেয়ার, দিদেরো ব্যক্তিমানুষের পরিবর্তনকামী ভাবনাকে ভাষা দিলেন। এই পরিবর্তনের ক্রমিক ফলশ্রুতিতে চিন্তার বিবর্তনের মধ্য দিয়েই এল জাতির ধারণা। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর নতুন ফরাসি সরকারের মৌলিক আদর্শ ঘোষণা করে বলা হয়, 'জাতি' হল সমস্ত ক্ষমতার উৎস। ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে 'জাতীয়তাবাদ' আদর্শ হিসেবে উঠে আসে। জাতীয় সত্বার উপর গুরুত্ব দেওয়া, বিশেষ শ্রেণিগত সুযোগসুবিধার অবসানে, চার্চকে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার থেকে দূরে রাখা তথা ধর্মকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শ তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন মৌলিক ভাবনাগুলো গড়ে ওঠে। সময়ের স্রোতে ইতিহাসের পালাবদলের হাত ধরে রাজা ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারীর পদ থেকে চলে গেলেন। কিন্তু রাজাবিহীন ওই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বিত্তশালী, শিল্পপতি মালিকদের নিজস্ব বাজার চাই। ধর্ম–বর্ণ–পরিচয় নির্বিশেষে একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার বিরাটসংখ্যক মানুষ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়েছে বাঁচার তাগিদেই ওই বাজারকে কেন্দ্র করে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মূলগত ভিত্তি উপড়ে ফেলে বাজারমুখী যে শিল্পকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এসেছিল, সেই জায়গা থেকেই অর্থনৈতিকভাবে এই বাজারকে কেন্দ্র করে জাতির ধারণা গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তথাকথিত জাতীয়তাবাদের তীব্র বিরোধী ছিলেন এই কারণে যে, এই ধরনের জাতীয়তাবাদ উগ্র জাত্যভিমানের জন্ম দেয় যার থেকে সৃষ্টি হয় সাম্রাজ্যবাদ, যা সমাজ, সভ্যতার শত্রু। নিজের দেশকে ভালোবাসতে হলে আর একটি দেশকে ছোটো করে দেখাতে হবে, সেই দেশের পরম্পরা, ঐতিহ্যকে গালাগাল করতে হবে–এটা তো হতে পারে না। অথচ ভারত সহ প্রায় সব দেশেই এটা ঘটছে। দেশের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখানোর মধ্য দিয়ে যে সংকীর্ণ একবগ্গা ব্যক্তিগত চিন্তার প্রসার ঘটছে, তাতে ভবিষ্যতে যে নৈরাজ্য গড়ে উঠবে না, তা বলা যায় না।

এরই মধ্যে আবার দেশের শাসন ক্ষমতার মসনদে বসে যে রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী সরকার চালাচ্ছে, তাদের কার্যক্রমের সমালোচনা বা বিরোধিতাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে জাতীয়তাবাদ বিরোধী হিসেবে তকমা লাগানো হচ্ছে। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রীয় স্তরে অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ একটা আন্তর্জাতিক ফেনোমেনন হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমাগত কমছে, কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে ক্রমাগত আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন। আকাশছোঁয়া জিনিসের দাম। শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত নয়। আর্থিক দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ কিন্তু থাকবে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ঘাটতি, দুর্বলতার প্রতিবাদ হলেই রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে তাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য বলপ্রয়োগের চিরাচরিত রেওয়াজ বন্ধ হবেই। দেশের সরকার যা খুশি করবেন আর সাধারণ মানুষ দেশপ্রেম দেখিয়ে জাতীয়তাবাদী হয়ে তা মুখ বুজে বেশিদিন মেনে নেবেন না। ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয়।

> বর্তমানে আমাদের দেশ থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'দেশপ্রেম'কে 'জাতীয়তাবাদের' সঙ্গে মিলিয়ে ভাবা হচ্ছে। অথচ দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ দুটো বিষয়গতভাবে আলাদা। প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যেকোনো নাগরিকের দেশের প্রতি নিখাদ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হল দেশপ্রেম। যিনি দেশপ্রেমিক, তিনি জাতীয়তাবাদী নাও হতে পারেন। আর চরম জাতীয়তাবাদী না হলে দেশকে ভালোবাসা যায় না– এরকম একটা তত্ত্ব আমদানি করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে।

জনমত | মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

খবরের প্রতিবাদ

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এ প্রকাশিত 'ইসলামপুর বিদ্যালয়ের বেহাল ছাত্রাবাস, অর্ধাহারে পড়ুয়ারা' শীর্ষক সংবাদে আমরা মর্মাহত। ৪৩ জন আবাসিক ছাত্রের ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ উদাসীন বলে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। ছাত্রাবাসে ৪৩ জন ছাত্রের থাকার পক্ষে যথেষ্ট স্থান নেই জেনেই স্কুল কর্তৃপক্ষ যথাযথ জায়গায় ছাত্রাবাসের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের আবেদন জানিয়েছেন। সেইমতো বিডিও অফিসের প্রতিনিধি, জেলা পরিদর্শক মহাশয় ও ডিএম অফিসের প্রতিনিধি মিলিতভাবে স্কুলের ছাত্রাবাস পরিদর্শনে আসেন এবং ছাত্রাবাসের উন্নতি কল্পে ১২,৬৫,৯১০ টাকার প্রকল্প তৈরি করেন। সরকারি অর্থের মঞ্জুরি পেলেই ছাত্রাবাসের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

'ছাত্রাবাসের ছাত্রদের অর্ধাহারে থাকতে হয়'–এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। স্কুল কর্তৃপক্ষ আবাসিক ছাত্রদের তিন বেলা খাবার পর্যাপ্ত উপকরণ সহ সরবরাহ করে থাকেন। শ্যামসুন্দর হাঁসদা ও রথীন মুর্মুর নামে যে ধরনের কথা ছাপা হয়েছে তা তাঁরা বলেননি বলে জানিয়েছেন।

ইসলামপুর হাইস্কুল যখন রাজ্যের সেরা স্কুলের তকমা অর্জন করেছে তখন এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ ও স্কুলের সুনামের পক্ষে ক্ষতিকারক প্রতিবেদনের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছেন।

মহঃ সলিমুদ্দিন আহমেদ
প্রধান শিক্ষক, ইসলামপুর উচ্চবিদ্যালয়
ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।

প্রতিবেদকের বক্তব্য : আপনার চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে জানাই, সংবাদ সংগ্রহ করার সময়ে স্কুলের শিক্ষক নিশীথ শিকদার আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই আবাসিক ছাত্রদের পাশাপাশি শ্যামসুন্দর হাঁসদা ও হস্টেল সুপার রথীন মুর্মুর সঙ্গে কথা বলা হয় এবং তাঁদের বক্তব্য নেওয়া হয়। এছাড়া এ বিষয়ে আপনার সঙ্গেও বিস্তারিত কথা হয় আমার। আপনিও স্বীকার করেছেন যে, ছাত্রাবাসের ছাত্ররা খুবই কষ্টে আছে। আপনার বক্তব্য রেকর্ড করেও রাখা আছে। আপনি অনুরোধ করেছিলেন যে, ৫ সেপ্টেম্বরের আগে ওই সংবাদ পরিবেশন করলে আপনারা সেরার শিরোপা হারাতে পারেন। স্কুলের ক্ষতি চাইলে আমরা আগেই ওই সংবাদ পরিবেশন করতে পারতাম। আবাসিক ছাত্রদের সমস্যার বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই ওই সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। স্কুলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

পুজো অনুদান

নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (এনবিএসটিসি) উত্তরবঙ্গের একটি বৃহৎ পরিবহণ শিল্প। এই পরিবহণ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে প্রচুর পরিবার বেঁচে আছে। বেশিরভাগ কর্মী এই সংস্থায় তাঁদের কাজ দায়বদ্ধতার সঙ্গে পালন করে আসছেন। বর্তমানে সরকারের আনুকূল্যে প্রত্যেক পেনশনভোগী তাঁদের পেনশন প্রতিমাসে যথাসময়ে পেয়ে যান, যা সরকারের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু সরকারের কাছে আবেদন যে, দুর্গাপুজোর আগে সব পেনশনভোগীকে যদি কিছু পুজো অনুদান দেওয়া যায়, তাহলে তাঁরা খুবই উপকৃত হবেন।

পুকি বোস, কেশব রোড
৭ নম্বর ওয়ার্ড, কোচবিহার।

জাতপাত

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এ প্রকাশিত 'মিড–ডে মিলেও জাতপাত উত্তরপ্রদেশে' শীর্ষক সংবাদ পড়লাম। ঘটনাটি অবশ্যই নিন্দনীয়। এ বিষয়ে সমাজ অনেক এগিয়েছে। এর জের হিসেবে যা কিছু চলছে, তার গোড়া উপড়ে ফেলতে হবে। এজন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। সংবিধানকে ধর্ম–জাতপাতমুক্ত করতে হবে। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করতে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

রাজকুমার জাজোদিয়া, কালিয়াগঞ্জ।

পশ্চিমবঙ্গ নামটাই থাক

নামে কি আসে যায়। বাঙালির প্রাণের ভাষা বাংলা। পশ্চিমবঙ্গবাসী বাংলা ছাড়া কিছু বোঝে না। বঙ্গভূমি, বঙ্গদেশ কিংবা বঙ্গপ্রদেশের মতো নাম মন্দ না হলেও পশ্চিমবঙ্গ নামটিই বহাল থাকুক। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বন্দনা ভট্টাচার্য
জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি।

বইপাড়া

বিনিদ্র

আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত বিনিদ্র সাহিত্য পত্রিকা মানেই এক বিশাল পরিসর। প্রচুর কবিতা, গল্প, গ্রন্থ সমালোচনা, প্রবন্ধ – সাহিত্যের সব ক্ষেত্রে বিচরণ করতে করতে বিনিদ্র এখন অর্ধ শতবর্ষের মুখে দাঁড়িয়ে। ৪৯তম বর্ষের প্রথম তিনটি সংখ্যার যৌথ সংকলনের সম্পাদকীয়ই অবশ্য প্রশ্ন তুলেছে, 'কার কী যায় আসে তাতে।' সম্পাদকীয় তো বটেই, গোটা জুন সংখ্যাতেই উত্তর আছে, কারও কারও যায় আসে। সাহিত্যচর্চার সঙ্গে উত্তরবঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের জন্য বিনিদ্র একটি মঞ্চ। অনেক প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিকের রচনা যেমন এই পত্রিকার মাহাত্ম্য বাড়িয়েছে, তেমনই অনেক অখ্যাত, অপরিচিতদের লেখাও সযত্নে ছাপা হয় এই পত্রিকায়। এভাবেই পায়ে পায়ে ৪৯তম বছর পার। কৈশোর, যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যাঁরা এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,তাঁদেরই একজন বেণু সরকার এখনও সম্পাদক।

তিনি সাহিত্য জগতে পরিচিত নাম। বিনিদ্রও যে ক্রমে মহিরুহ হয়ে উঠেছে, জুন সংখ্যায় তার প্রতিফলন স্পষ্ট। সাহিত্য জগতে অন্যতম দিক্‌পাল অর্ণব সেনের লেখা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আখ্যানটি নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করার মতো। পরিচিত কবিদের মধ্যে রণজিৎ দেব, সমীর চট্টোপাধ্যায়, উত্তম কুমার মোদক, মানবেন্দ্র দাস, প্রশান্ত দেবনাথ, কল্যাণ হোড়, উত্তম চৌধুরি, মাধবী দাস এবং সম্পাদক বেণু সরকারের কবিতা সংখ্যাটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। নির্মাল্য ঘরামির 'কিটু কি আমাকে ভালোবাসে?' এবং শিবানী দাশের 'ফেসবুক' গল্প দুটিতে আধুনিকতার ছোঁয়া নজর কাড়ে। সুবর্ণ রায়ের 'ডুয়ার্সের ডায়েরি' ও বেণু দত্ত রায়ের 'জল পাথরের ঢাল' কাব্যগ্রন্থ দুটির তিনটি সমালোচনাও উঁচু মানের।

ছানু সাহা, আলিপুরদুয়ার

আলাপন

দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন এলাকার নওগাঁ গ্রাম থেকে প্রকাশিত আলাপন–এর ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বরেন্দ্রভূমি উৎসব সংখ্যা হিসেবে। প্রচুর কবিতার পাশাপাশি অনেক অণু ও পরমাণু গল্প এই সংখ্যার বৈশিষ্ট্য। শিশু সাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, ভাওয়াইয়া নিয়ে দেবেশ গোস্বামীর প্রবন্ধ ছাড়াও নিদয়া কালীর মেলা লেখাটি তথ্যসমৃদ্ধ। উপনিষদে সাম্যবাদ প্রবন্ধটিও নজর কাড়ে। তবে এই সংখ্যায় প্রচুর বানান ভুল আছে।

শুভংকর রায়, করদহ, তপন

কবিতা কাঞ্চন

আদ্যন্ত কবিতার পত্রিকা। কবিতা কাঞ্চন প্রকাশিত হয় উত্তর দিনাজপুরের পরিচিত গ্রামাঞ্চল বিন্দোল থেকে। চলতি বছরের মে মাসের সংখ্যাটিতে কিন্তু গ্রামে আর আটকে নেই কবিতা। প্রকাশিত কবিতা সম্ভারে বৈচিত্র্যের ছাপ স্পষ্ট। বিষয়, আঙ্গিকেও নানা রূপ, চেহারা। প্রায় ৩০ পৃষ্ঠা জুড়ে শুধু কবিতা। কিন্তু একঘেয়েমি লাগবে না। রোমান্টিকতা থেকে শুরু করে মানব প্রেম, প্রকৃতি, জীবনের ঘাত, প্রতিঘাত, এমনকি রাজনীতিও এসে গিয়েছে কবিতার উপজীব্য হিসাবে। দাড়িভিট উত্তর দিনাজপুরের রাজনীতিতে গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়। তারও স্থান হয়েছে কবিতা কাঞ্চনে প্রকাশিত কবিতায়। সম্পাদকীয়ের বিকল্প হিসাবে সম্পাদক রানা চট্টোপাধ্যায় অবশ্য সঠিক কারণেই আক্ষেপ করে লিখেছেন, সারা দেশে কয়েক হাজার সাহিত্য পত্রিকা, কয়েক হাজার কবি, লেখক, সাহিত্য উৎসব হচ্ছে শত শত। কিন্তু বাঙালি পাঠক কমে যাচ্ছে। পত্র–পত্রিকা বিক্রি হয় না সেভাবে।

অশোককুমার রায় ও বীথিকা রায়, বিন্দোল